Tech. Edn.

দৈনিক বাংলা

020

তারিখ 03 MAY 1986
পৃষ্ঠা ... 5 কলাম 1

কারিগরি শিক্ষার প্রসার

প্রেসিডেন্ট এরশাদ গত বুধবার সিলেট সদর উপজেলার কুমারগাঁওয়ে 'শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়'-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন। এটি বাংলাদেশে এ ধরনের দ্বিতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। এর আগের দিন বিশেষজ্ঞ কমিটি সিলেটে এই প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়টি স্থাপনের জন্য প্রেসিডেন্টের কাছে সুপারিশ পেশ করেছিলেন। দেশের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ভর্তির ক্ষেত্রে যে অস্বাভাবিক সংকটের সৃষ্টি হয়েছে, তাতে ভবিষ্যতে এই বিশ্ববিদ্যালয়টি কিছুটা হলেও শুভ ফল ফেলতে পারবে বলে আমাদের বিশ্বাস। প্রতি বছর উচ্চশিক্ষার যোগ্যতা নিয়ে যে বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রী এইচএসসি পাস করে, তার সামান্য অংশই মাত্র উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ভর্তির সুযোগ পায়। বাকি নব্বই ভাগেরও বেশি সংখ্যক যোগ্য ছাত্রছাত্রী কার্যত কক্ষচ্যুত হয়ে পড়ে। অপচয় ঘটে বিপুল মেধার। এদিকে সাধারণ শিক্ষার চেয়ে এখন দেশে বেশি প্রয়োজন কর্মমুখী কারিগরি ও প্রযুক্তিগত শিক্ষার। আধুনিক বিশ্বের বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে কারিগরি ও প্রযুক্তি শিক্ষার অপরিহার্য প্রয়োজনও স্বীকৃত। সেদিক থেকেও সিলেটের এই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় অনুকূল অবদান রাখতে পারবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

ধারণা করি, শীগগীরই শাহজালাল ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স এ্যান্ড টেকনোলজির নির্মাণকাজ শুরু হবে এবং সম্ভাব্য অল্পসময়ের মধ্যেই এ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার কাজ চালু হবে।

তবে এর পাশাপাশি, আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, দেশে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা হ্রাস এবং কর্মমুখী শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য কারিগরি প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তাই সবচেয়ে বেশি। বর্তমানের শিক্ষাব্যবস্থা প্রধানত চাকরিমুখী। এসএসসি, এইচএসসি, বিএ, এমএ পাস করে সকলেই চাকরির জন্য অপেক্ষা করেন। সামান্য একই চাকরির জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হন এসএসসি পাস থেকে এমএ পাস পর্যন্ত বেকার যুবকরা। ফলে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষাও পূর্ণাঙ্গ সফলতা বয়ে আনতে পারে না। বেকারত্ব থেকে তারা বড়জোর আধা-বেকারের অবস্থায় নিপতিত হন।

কিন্তু কারিগরি শিক্ষায় যুবকদের অধিকহারে শিক্ষিত করে তোলা গেলে, তারা নিজেরাই নিজেদের কারিগরিজ্ঞানের ভিত্তিতে কাজ যোগাড় করতে পারবেন। নিজের বেকারত্ব ঘোচাতে পারবেন নিজেই। সেই পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রের ওপর থেকে দায় কমে যায়। কারিগরি দিক থেকে দক্ষ যুবকরা নিজেরাও স্বল্প পুঁজিতে গড়ে তুলতে পারেন উৎপাদনমুখী কারখানা। যাতে কর্মের সংস্থান হতে পারে আরও বেশি সংখ্যক মানুষের।

তাই আরও বেশিসংখ্যক কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা গেলে দেশের সামগ্রিক কল্যাণ নিশ্চিত হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। সেই আয়োজনই এখন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন।